بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

ঐশী আজ্ঞা, মহানবী (সা.) এর আদর্শ এবং জামাতীয় ঐতিহ্যের আলোকে মজলিশে শূরার গুরুত্ব এবং কর্মকর্তা এবং শূরার প্রতিনিধিবর্গের দায়িত্বাবলীর বিষয়ে দিক নির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ মে, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরান-এর আয়াত

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

তেলাওয়াত করে বলেন: এই আয়াতের অনুবাদ হল- অতএব আল্লাহ্র পরম কৃপায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ, আর তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো। অতএব (তুমি) তাদের মার্জনা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। এরপর তুমি যখন (কোনো বিষয়ে) সংকল্পবদ্ধ হও তখন আল্লাহ্রই ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জামাতের মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কতক দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আবার কোনো কোনো দেশে আগামী এক দুই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। মজলিসে শূরার গুরুত্ব ও প্রতিনিধিদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমি পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু যেহেতু এর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই আমি আজ পুনরায় এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও জামাতের রীতি-নীতি স্মরণ করিয়ে দেয়া যথার্থ মনে করছি। যেসব স্থানে ইতঃমধ্যে শূরা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সেখানকার শূরার প্রতিনিধিরাও যেন এসব নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারেন, কেননা শূরার সদস্যদের অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব যুগ-খলীফা কর্তৃক শূরার প্রস্তাবাবলী অনুমোদনের পরই আরম্ভ হয়। অনুমোদন অনুযায়ী আমল করা এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা শূরার প্রত্যেক সদস্যের জন্য একান্ত আবশ্যক।

উপরোক্ত যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি সেখানে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পরম দয়ার কারণে স্বীয় উম্মতের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত সদয়চিত্ত ছিলেন- এ বিষয়টি সত্যায়ন করার পাশাপাশি এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সেবকরূপে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মিশনকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদেরও সবার সাথে ভালোবাসা, স্নেহ ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি নম্রতা প্রদর্শন না করে কঠোর আচরণ করো এবং ক্রোধ প্রদর্শন করো তাহলে মানুষ তোমার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা মার্জনা করার, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাজেই, এ নীতি ও শিক্ষার আলোকেই মজলিসে শূরার আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমনটা নাম থেকে স্পষ্ট যে এটি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নয় বরং পরামর্শপ্রদানকারী মজলিশ, এ কারণেই বলা হয়েছে যে পরামর্শের পর কোন বিষয়ে তুমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে চাইলে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে কাজ কর। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা সেই বিষয়টিতে প্রভূত কল্যান দান করে ফলাফল বের করবেন।

আস্থার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখা যায় মহানবী (সা.) এর মধ্যে। মহানবী (সা.) বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্দেশনা লাভ করতেন। কিন্তু যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকত না সেসব বিষয়ে তিনি (সা.) পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর এই রীতি এবং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ আমাদেরকে এটা বলে যে, জামাতের কর্মকর্তাদের জামাতের সদস্যদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত এবং আমাদেরও পারস্পরিক পরামর্শে কাজ করা উচিত। আমাদের প্রতি আল্লাহ্তা'লার অশেষ অনুগ্রহ হলো, আমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনীত খলিফা আছেন, যিনি ঐশী নির্দেশনা এবং মহানবী (সা.) এর আদর্শের অনুসরণে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সেখানকার অবস্থানুসারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা চাইলে মহানবী (সা.)কে প্রতিটা বিষয়ে পথপ্রদর্শন করতেন, তা সত্ত্বেও কতিপয় বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এটি মূলত আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে, পারস্পরিক পরামর্শ এবং সাহায্যের ভিত্তিতে কাজ করতে এবং উম্মতের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ছিল।

একটি হাদীস থেকে উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হতে পারে- হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন **শা'উইরহুম ফিল আমর** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, মহানবী (সা.) বলেন, যদিও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এ থেকে মুক্ত কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের জন্য এটাকে রহমতের কারণ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যে পরামর্শ করবে সে প্রজ্ঞা ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে না এবং যে পরামর্শ করবে না সে লাঞ্ছনা এড়াতে পারবে না। অতএব, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব উপদেশ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং আছেনও, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর উম্মতের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন যার দ্বারা উম্মত সর্বদা আল্লাহ্র রহমতের শরীক হবে এবং সর্বদা হেদায়েতের পথ অনুসরণ করবে এবং লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণলাভ করবে।

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ হলো, আমাদের জামাতে শূরার প্রচলন আছে। তাই প্রত্যেক আহমদীকে বিশেষ করে শূরার প্রতিটা সদস্যকে এর মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তিনি আমাদের জন্য হেদায়েত এবং পথ নির্দেশনার উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী থেকে সাধারণত পরামর্শ নেয়ার তিনটি পদ্ধতি দেখা যায়। **প্রথমত,** যখন পরামর্শের প্রয়োজন হতো তখন ঘোষণা দেওয়া হলে লোকেরা একস্থানে সমবেত হয়ে পরামর্শপ্রদান করতেন, এরপর মহানবী (সা.) কিংবা তাঁর খলীফাগণ সে অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। সে যুগে গোত্রপ্রধানের প্রচলন ছিল তাই গোত্রের পক্ষ থেকে তাদের নেতা প্রস্তাবনা পেশ করত আর এতে সাধারণ সদস্যদের সম্মতি

থাকত। **দ্বিতীয়ত,** যাদেরকে মহানবী (সা.) পরমার্শের যোগ্য মনে করতেন তাদেরকে ডাকতেন, এরপর তাদের কাছ থেকে প্রস্তাব বা পরামর্শ গ্রহণ করতেন। **তৃতীয়ত,** মহানবী (সা.) পৃথক পৃথকভাবে একেকজনকে ডেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। খলীফাগণও উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক পরমার্শগ্রহণকারী আর কাউকে দেখিনি। অতএব আল্লাহ্‌র নবীই যদি এত বেশি পরমার্শ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তোমাদের জন্য এ রীতি অবলম্বন করা কতটা জরুরী!

এমনকি বদরের ময়দানেও সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সা.)-কে পরামর্শ দেওয়ার পর তারা তাদের মতামতও ব্যক্ত করেছেন। এমনকি জীবনকেও তারা বাজি রেখেছিলেন। তাই আমাদের শূরার সদস্যদেরও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সর্বপ্রথম নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে যে, আমরা পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত অনুমোদনের পর সেগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করব। আপনি এই সংগঠনের একজন সদস্য যা খিলাফত ব্যবস্থা এবং জামাতীয় ব্যবস্থাপনার একটি সহযোগী সংগঠন। পরামর্শদাতাদের পরামর্শ তাদের সৎ উদ্দেশ্য ও তাকওয়ার সর্বোত্তম মানদন্ড অনুযায়ী হওয়া উচিত। সুতরাং, এই অর্থে, পরামর্শদাতাদের তাদের তাকওয়ার মান মূল্যায়ন করার একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। হযরত আলী (রা.) এর একটি রেওয়ায়েতও এর ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন, **শা'উইরুল ফুকাহায়ে ওয়াল আবেদীন** অর্থাৎ 'জ্ঞানী ও পরহেযগারদের সাথে পরামর্শ কর। সবার কাছ থেকে নয়'। তাই এই হল প্রতিনিধিদের মর্যাদা। যারা শুরার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তাদের জন্যও এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে, তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিদেরকে বেছে নেন যারা রায় প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন, ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী এবং যাদের ইবাদতের মান উৎকৃষ্ঠ। যেখানেই এই মাপকাঠি মাথায় রেখে শূরার প্রতিনিধি বাছাই করা হোক না কেন, আমি প্রতিনিধিদের মতামতের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখেছি। যুগ খলীফা বিশ্বাস করেন যে, যখন মানুষ ঐশী আজ্ঞা পালনে তাদেরকে শূরার প্রতিনিধি বানিয়েছে, তখন তারা সেই অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার পূরণ করবে। আর প্রতিনিধিরা যদি তাদের হক আদায় না করে, তাহলে তারা শুধু জামাতের সদস্যদের আস্থায় আঘাত করবে না, বরং তারা তাদের আস্থার অধিকার পূরণ না করে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

শূরার প্রতিনিধিত্ব এক বছরের জন্য হয়ে থাকে, যাতে তাকে প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হয়, সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন সর্বপ্রথম নিজেকে করতে হয়, অতঃপর অন্যদেরকেও আমল করাতে হয়। আপনার জামাত খলীফার সিদ্ধান্ত কতটা মেনে চলছে তা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করুন। অনেক সময় সিদ্ধান্ত, আধিকারিকদের অলসতার শিকার হয় এবং যেভাবে কাজ করা উচিত সেভাবে করা হয় না। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এই দুনিয়ায় তারা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে কিছুই গোপন নেই। তিনি আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কোনো কোনো সদস্য কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিরোধ হলে তবেই কেন্দ্রকে অবগত করেন, যা সঠিক পদ্ধতি নয়।

জামাতগুলির পক্ষ থেকে কতিপয় প্রস্তাবনা পুনরায় পাঠানোর অর্থ হচ্ছে সেগুলির উপর যথোচিত আমল হয়নি। সুতরাং এসব জামাত এবং পদাধিকারীদের ভাবা উচিত এগুলি কি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমানতের প্রতি সুবিচার, খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী আমল? জাতীয় স্তরে কেন্দ্রের লজ্জা প্রকাশ করা উচিত যে আমরা এটি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তবে এ বছর আমরা আমল করব, আর যদি তা না করি তবে আমরা এর অভিযুক্ত হব, আর তাদের অন্তর্গত হব যারা নিজেদের আমানতের অধিকারকে আদায় করেনি, সেই সাথে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করে এটি লিখতে হবে যে আমরা এই বছর এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন না করার জন্য সুপারিশ করছি। এতে অন্তত ব্যবস্থাপক ও শূরাতে আগত জনপ্রতিনিধিরা বুঝতে পারবে যে, তারা একটি বড় পরিকল্পনা তৈরি করে তা খলিফায়ে ওয়াক্তের কাছে পেশ করার এবং পরে তা অনুসরণ না করার অপরাধী এবং তারা যুগ খলিফার আস্থায় আঘাত করেছে। এই অর্থে, যেখানে একটি

জামাতীয় স্তরে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, সেখানে শুরার প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদেরও পৃথকভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) করতে হবে এবং কাজ না করার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। সুতরাং, শুধুমাত্র এই পর্যালোচনাগুলিই জামাতীয় ব্যবস্থাপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে, অন্যথায় মৌখিক কথাগুলি কোন উপকার করতে পারে না।

বাস্তব দৃষ্টান্ত, মানুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক, তাদের বেদনাকে অন্তরে রাখা, খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের মান উন্নীত করা- এগুলি যদি শূরার প্রতিটি কর্মকর্তা ও সদস্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, তবেই সামগ্রিকভাবে জামাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। শূরা অনুষ্ঠিত হয় যাতে আমরা একদিকে যেমন আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি সংশোধন করার পরিকল্পনা করি, অন্যদিকে তেমন এক আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিতে এবং বিশ্বকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে নিয়ে আসার এমন পরিকল্পনা করি, তা যেন একটি বিপ্লব সৃষ্টিকারী হয়।

হুযূর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণীর আলোকে তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাকওয়ার পথে চলার মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুল-ত্রুটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে সর্বদা তাঁর রহমতের অনুগ্রহ দান করতে থাকুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে এ মাসে প্রকাশিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাংলা পুস্তকগুলি হল : ১.মেয়ারুল মাযাহেব (ধর্মের মানদন্ড), ২. হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের অখন্ডনীয় যুক্তি) এবং ৩. বারাকাতুদ দোয়া (দোয়ার কল্যানসমূহ)। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
12 May 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in